অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না

গবেষণা সিরিজ-২৩

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
Admin- 01944411560, 01755309907
Dawah- 01979464717
Publication- 01977301510
ICT- 01944411559
Sales- 01944411551, 01977301511
Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1384-7

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৭
পঞ্চম সংস্করণ : জুলাই ২০২৩

নির্ধারিত মূল্য : ৪৫ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
ক্রিয়েটিভ ডট
৩১/১ পুরানা পল্টন, শরীফ কমপ্লেক্স (৭ম তলা), ঢাকা- ১০০০
মোবাইল : ০১৮১১ ১২০২৯৩, ০১৭০১ ৩০৫৬১৫
ই-মেইল : creativedot8@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা	২৮
৬	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য	২৮
৭	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে Common sense	২৯
৮	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়	৩০
৯	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী থাকা সম্পর্কিত কুরআনের তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	৩১
১০	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে আল কুরআন	৩৫
১১	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪৪
১২	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস	৪৫
১৩	অমুসলিম পরিবারে থাকা মু'মিন ব্যক্তির জান্নাত পেতে হলে যে সকল শর্ত পূরণ করতে হবে	৫১
১৪	মুসলিম ও অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড	৫৩

১৫	ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারা অমুসলিমদের পরকালীন বিচারের জবাবদিহিতা	৫৭
১৬	প্রকাশ্য ও গোপন মু'মিনদের নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া ও জান্নাত পাওয়ার নীতিমালা	৫৯
১৭	অমুসলিমদের জান্নাত পেতে হলে জীবনের যে সময়ে ঈমান আনতে হবে	৬০
১৮	কুরআন ও বর্তমান মুসলিমদের নিয়ে এক ব্যক্তির লেখা কবিতা ও তার পর্যালোচনা	৬২
১৯	অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্যটি প্রচার করার দুনিয়াবী কল্যাণ	৬৪
২০	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্যটি জানার পর প্রচার না করার পরকালীন পরিণতি	৬৫
২১	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্য ধারণকারী আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগে প্রযোজ্য হবে কি না	৬৭
২২	শেষ কথা	৭১

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত ধারণা হলো– অমুসলিম পরিবারের সকল মানুষ কাফির ও জাহান্নামী। কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে। যে সকল কাজ (আমল) প্রকাশ্যে করলে মুসলিম হয়েছে বলে ধরা পড়ে যেতে হবে এবং পরবর্তীতে কঠিন অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হতে হবে, সে কাজগুলো তারা গোপনে করে। কুরআন ও সুন্নায় এ বিষয়ক অনেক তথ্য বিভিন্নভাবে স্পষ্ট করে উল্লেখ আছে। কিন্তু মুসলিমরা সে তথ্যগুলো কেন প্রচার করে না তা অবাক করার মতো বিষয়। ঐ তথ্যগুলো অমুসলিমদের না জানানোর কারণে পরকালে তারা আল্লাহর কাছে যে ফরিয়াদ করবে বর্তমান বিশ্বের মুসলিমরা তার কী জবাব দেবে সেটি আমি ভেবে পাই না। বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যগুলো স্পষ্ট করে মানবসভ্যতার সামনে তুলে ধরার জন্য আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টা। ইনশাআল্লাহ, বিষয়টি প্রচার হলে মানবসমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অনেক বেড়ে যাবে। আর এর চূড়ান্ত ফলস্বরূপ মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা হতেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড হতে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবিতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে হতে আরবি পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবি বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবি বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা হতে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০, আল গাশিয়া/৮৮ : ২১-২৩) মহান আল্লাহ রসূল স.-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ.– তাঁদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' কর্তৃক প্রকাশিত **'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অর্থের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীর গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসূল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসূলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসূলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসূলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসূল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বোঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই হলো উদাহরণের আয়াত। রসুল স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَسْتَحْیٖۤ اَنْ یَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَیَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فَیَقُوْلُوْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ یُضِلُّ بِهٖ كَثِیْرًا ۙ وَّیَهْدِیْ بِهٖ كَثِیْرًا ؕ وَمَا یُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِیْنَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

‘নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে’ অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

‘যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য’ অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে ‘এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই’ এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে ‘কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী’। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে ‘আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা’। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বোঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

'আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই, অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানের জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি **এবং** সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; ক্বামার/৪৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–
উদাহরণ-১

❑ চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই, চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

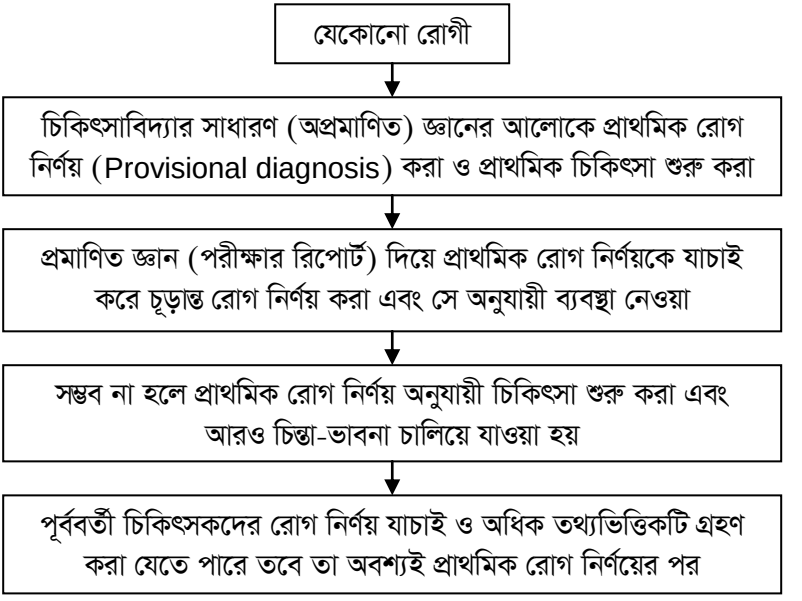

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়ীতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

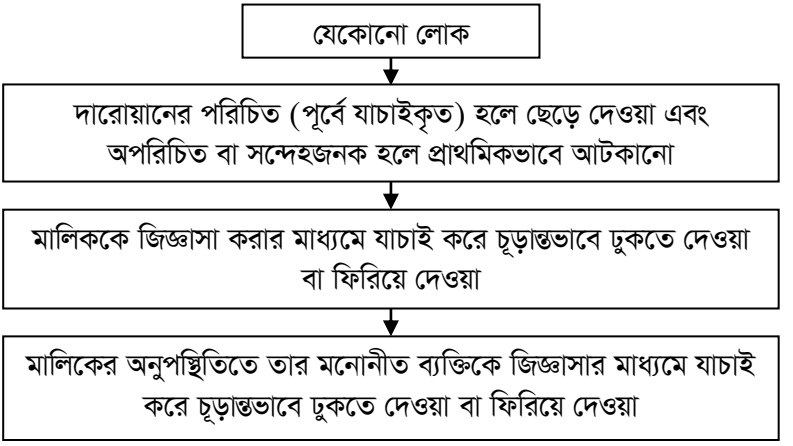

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

যেকোনো বিষয়

↓

আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান) ভিত্তিতে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই-বাছাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকধারী ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

... ... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ... ... عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا

يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসূলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে

অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর

(সচিত্র)

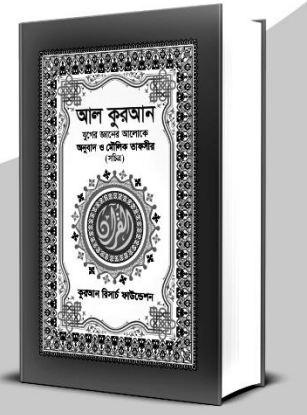

কুরআনের আরবী আয়াত
সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে
উন্নত হবে।

মূল বিষয়

অমুসলিম পরিবারের অনেক ব্যক্তিকে দেখা যায়, যারা নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে সৎ এবং নিঃস্বার্থভাবে মানবকল্যাণমূলক অনেক কাজ করেন, কিন্তু বাহ্যত ঈমান আনার ঘোষণা দেননি। আবার পৃথিবীর কোথাও মানবতার ওপর অন্যায় হতে দেখলে তারা জোরালো প্রতিবাদও করেন। ঐ সকল কাজ করার সময় তারা মুসলিম বা অমুসলিমদের মধ্যে ভেদাভেদ করেন না।

অমুসলিম পরিবারের ঐ সকল ব্যক্তি পরকালে জান্নাত পাবে কি না এ প্রশ্ন অনেকের মনেই উদয় হয় এবং অনেকে প্রকাশ্যেও প্রশ্নটি করেন। সাধারণভাবে এ প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় সেটি যৌক্তিক না হওয়ায় অনেকেই তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তাই কুরআন, হাদীস ও আকল/Common sense/বিবেকের সরাসরি তথ্যের মাধ্যমে এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, তা মানবসভ্যতার সামনে তুলে ধরাই বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

আশাকরি বইটি পড়ে সবাই মনের মধ্যে থাকা গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন। আর কেউ জানতে চাইলে পুস্তিকাটি যার পড়া থাকবে তিনি প্রশ্নটির সঠিক উত্তর মনের প্রশান্তি ও নিশ্চয়তা সহকারে দিতে পারবেন। অন্যদিকে বইটি মানবসমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উন্নত করার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত ধারণা হলো– অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি নেই। আর এর কারণ হিসেবে প্রচারিত হয়েছে–

১. তারা ঈমান আনার প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়নি।

২. তাদেরকে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি পালন করতে দেখা যায় না।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য

এখন অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা না থাকার বিষয়টি জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) এবং আকল/ Common sense/বিবেকের তথ্যের ভিত্তিতে জানার চেষ্টা করা হবে।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে Common sense

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে Common sense-এর ভিত্তিতে যা জানা ও বোঝা যায়–

তথ্য-১

মুসলিম পরিবারে গোপন কাফির তথা জাহান্নামী ব্যক্তি (মুনাফিক) আছে। এটি সকল মুসলিম জানে ও বিশ্বাস করে। তাহলে Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন তথা জান্নাতী ব্যক্তি থাকা খুবই সম্ভব।

তথ্য-২

মুসলিম সমাজে থাকা মুনাফিক ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য হলো–

- তারা মনে ঈমান আনেনি কিন্তু মুখে ঈমানের ঘোষণা দেয়।
- অনিচ্ছা সহকারে প্রকাশ্যে ইসলামের কিছু আমল পালন করে।
- গোপনে ওজর (বাধ্য-বাধকতা), অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া ইসলামের অনেক আমল অমান্য করে।

তাহলে Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়, অমুসলিম পরিবারের সেসকল ব্যক্তিগণ মু'মিন বলে গণ্য হবেন যাদের মধ্যে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে–

- মনে ঈমান এনেছে কিন্তু ওজরের (বাধ্য-বাধকতা) কারণে প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে পারে না।
- ওজরের কারণে অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টায় থেকে ইসলামের কিছু আমল প্রকাশ্যে করা থেকে বিরত থাকে।
- গোপনে বিভিন্ন কথা বলে ইসলামের অনেক আমল পালন করে। যেমন–
  - যাকাত দিচ্ছে কিন্তু মুখে বলে মানবকল্যাণমূলক কাজ করছি।
  - আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার করে কিন্তু মুখে বলে মানবাধিকার বা ন্যায়-নীতির কাজ করছি।
  - ইত্যাদি।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে আকল/Common sense/বিবেকের রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে। আর সে ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য হলো–

- মনে ঈমান এনেছে কিন্তু ওজরের কারণে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে পারে না।
- ওজরের কারণে অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টায় থেকে ইসলামের কিছু আমল প্রকাশ্যে করা থেকে বিরত থাকে।
- গোপনে ইসলামের অনেক আমল পালন করে।

হাদীসের সনদ ও মতন
উভয়টি বিচার বিশ্লেষণ করে
সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী
যুগোপযোগী ব্যাখ্যাসহ

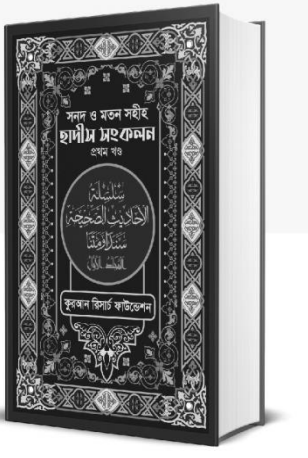

সনদ ও মতন সহীহ
হাদীস সংকলন
প্রথম খণ্ড

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী থাকা সম্পর্কিত কুরআনের তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য হারিয়ে যাওয়ার কারণে বর্তমান মুসলিম জাতি ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রকৃত তথ্য খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান ও আমল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহু দূরে। এ কারণে বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনের সরাসরি বক্তব্য হলো–

তথ্য-১

... ... فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

... ... প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন যা অবস্থিত (ব্রেইনের) সম্মুখ অংশে (Fore brain)।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : মানুষের মনে অবস্থিত আকল/Common sense/বিবেকে একটি বিষয়ে আগে ধারণা না থাকলে বিষয়টি দেখে বা শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজিতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see.

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের রোগ নির্ণয় বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Symptoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব নয়। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালোভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয়। আর সকল চিকিৎসক তাদের প্রতিদিনের জীবনে তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখে।

তাই আয়াতাংশ অনুযায়ী– একটি বিষয়ে কুরআনের আয়াত (ও হাদীস) খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো বিষয়টি সম্পর্কে Common sense-এ আগে থেকে ধারণা থাকা।

প্রশ্ন আসতে পারে– কুরআনে উল্লেখ থাকা সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান মানুষের Common sense-এ আছে কি? না তা নেই। তবে Common sense নামক জ্ঞানের উৎসটিকে কিছু জ্ঞান রূহের জগতে নিজে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। এরপর ভ্রূণ অবস্থায় ইলহামের মাধ্যমে সে জ্ঞান সকল মানুষের মনে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ জ্ঞান হলো মানুষের জন্মগতভাবে তথা প্রথম পাওয়া জ্ঞান। তাই এটি হলো আল্লাহর দেওয়া বুনিয়াদি বা ভিত্তি জ্ঞান। বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনের তথ্য পুস্তিকার তথ্যের উৎসের Common sense বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। এ বুনিয়াদি জ্ঞান হলো মানবাধিকার, ন্যায়-অন্যায় বা খিদমাতে খালক ধরনের বিষয়গুলো। যেমন– কারো ক্ষতি না করা, উপকার করা, অহেতুক গালি না দেওয়া, মন্দ নামে না ডাকা, সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, ঘুষ না খাওয়া ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়।

অন্যদিকে Common sense-কে উৎকর্ষিত করা যায়। কীভাবে সেটি করা যায় তা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

اَفَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَتَكُوۡنَ لَهُمۡ قُلُوۡبٌ يَّعۡقِلُوۡنَ بِهَاۤ اَوۡ اٰذَانٌ يَّسۡمَعُوۡنَ بِهَا... ...

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনসম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো এবং এমন কানসম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো।... ...
(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– পৃথিবী ভ্রমণ করলে মানুষ কুরআন (ও সুন্নাহ) সঠিকভাবে বোঝার মতো Common sense, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো– পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা সত্য উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন (ও সুন্নাহ) পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞানার্জনের উপায় হিসেবে দেশ ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে–

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া
- ইন্টারনেট ব্রাউজ করা
- Geographic channel দেখা
- Discovery channel দেখা

তথ্য-২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا ... ...

হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ সচেতন হও তবে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদেরকে (ভুল ও সঠিক) পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন। ... ...

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ-সচেতন হওয়ার উপায় হলো–

১. কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করা।
২. দেশ ভ্রমণ করা, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বই পড়া, Geographic ও Discovery channel দেখা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করা।

তাই আয়াতটির প্রকৃত বক্তব্য হলো– ওপরে উল্লিখিতভাবে জ্ঞানার্জন করে আল্লাহ-সচেতন হতে পারলে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেক উৎকর্ষিত হয়।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের ভিত্তিতে তাই বলা যায়– বিভিন্ন জ্ঞানের মাধ্যমে Common sense-কে যত উৎকর্ষিত করা যাবে কুরআন (ও সুন্নাহ) তত অধিক বোঝা ও ব্যাখ্যা করা যাবে।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা সম্পর্কিত Common sense-এর তথ্য তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় আমাদের মাথায় আছে। তাই এখন আমাদের পক্ষে বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু একটি বিষয়ে কুরআনে থাকা দু-একটি তথ্য খুঁজে পেলেই ঐ বিষয়ে কুরআনের রায় জানা হয়ে গেল বিষয়টি মোটেই এমন নয়। কুরআনের তথ্য ব্যবহার করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি (Principle) অবশ্যই জানতে হবে। কোনো ব্যক্তির কুরআনের অনেক তথ্য জানা থাকলেও তার যদি কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি জানা না থাকে তবে সে কুরআনের অনেক বিষয়ে ইসলামের সঠিক রায় বের করতে শতভাগ ব্যর্থ হবে। বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ,

যেমন একজন সার্জারি চিকিৎসকের সার্জারির অনেক তথ্য জানা আছে কিন্তু তার সার্জারির মূলনীতি (Principle of surgery) জানা নেই। এ ধরনের সার্জনের করা সকল অপারেশন শতভাগ ব্যর্থ হবে। তাই কুরআন থেকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতিসমূহ অবশ্যই জানতে হবে।

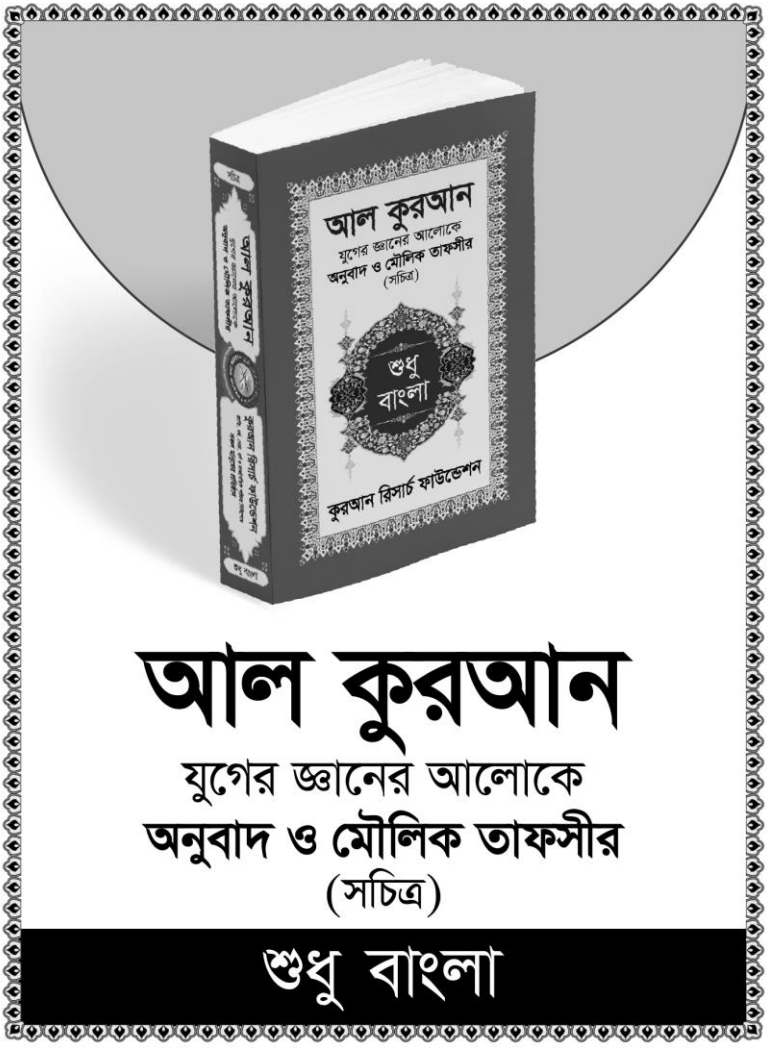

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে আল কুরআন

তথ্য-১

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ... ...

ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রেখেছিল সে বললো– তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে আমার রব আল্লাহ। অথচ সে তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের কাছে এসেছে? ... ... (সুরা আল মু'মিন/৪০ : ২৮)

ব্যাখ্যা : ফিরাউন বংশ হলো কাফির বংশ। তাই আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাফির পরিবারে গোপন মু'মিন ব্যক্তি আছে।

তথ্য-২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۭ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا .

হে যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদে বের হবে তখন (শত্রু ও মিত্র) যাচাই করে নিবে। আর কেউ সালাম দিয়ে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসলে সাথে সাথে বলে দিও না– তুমি মু'মিন নও। (যদি) তোমরা দুনিয়ার সম্পদ (গনিমত) লাভ করতে চাও তবে আল্লাহর কাছে প্রচুর গনিমত রয়েছে। অনুরূপ অবস্থা আগে তোমাদেরও ছিল। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা যাচাই করে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৯৪)

আয়াতটির পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত অংশের ব্যাখ্যা

'কেউ সালাম দিয়ে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসলে সাথে সাথে বলে দিও না– তুমি মু'মিন নও। (যদি) তোমরা দুনিয়ার সম্পদ (গনিমত) লাভ করতে চাও তবে আল্লাহর কাছে প্রচুর গনিমত রয়েছে' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে যুদ্ধের ময়দানে কেউ সালাম দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে এগিয়ে আসলে তাকে মু'মিন হিসেবে গ্রহণ না করে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ হলো– সে ব্যক্তি গোপন মু'মিন হতে পারে।

'অনুরূপ অবস্থা আগে তোমাদেরও ছিল। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন' অংশের ব্যাখ্যা– অত্র অংশের মাধ্যমে সাহাবাগণকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– মাক্কী জীবনে মুশরিকদের ভয়ে তারাও ঈমানের ঘোষণা দিতে এবং ইসলামের অনেক আমল প্রকাশ্যে পালন করতে পারেনি। অর্থাৎ তাঁরাও গোপন মু'মিন ছিল।

আয়াতটি থেকেও জানা যায় অমুসলিম পরিবার বা সমাজে গোপন মু'মিন ব্যক্তি আছে।

তথ্য-৩

... ... وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

... ... আর আহলি কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু আছে মু'মিন তবে তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশ থেকে জানা যায়– আহলি কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিষ্টানসহ সকল আল্লাহর কিতাবধারী সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু মু'মিন ব্যক্তি আছে।

তথ্য-৪

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُوْنَ. يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ. وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ.

তারা সকলে সমান নয়। আহলি কিতাবের মধ্যে একটি দল (ইসলামের ওপর) প্রতিষ্ঠিত, তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত এবং সিজদা করে। তারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, জানা কাজের আদেশ ও অস্বীকার করা কাজ নিষেধ করে এবং কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে। তারা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। আর তারা কল্যাণকর যে কাজই করে তা অস্বীকার করা হবে না। আর আল্লাহ ভালোভাবে খবর রাখেন আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের সম্পর্কে।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১১৩-১১৫)

ব্যাখ্যা : আয়াত তিনটির মাধ্যমে আহলি কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিষ্টানসহ আল্লাহর কিতাবধারী সকল সম্প্রদায়ে উপস্থিত একটি দল সম্পর্কে নিম্নের বিষয়গুলো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

১. তারা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২. তারা রাতে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে।
অর্থাৎ তারা গোপনে কুরআন অধ্যয়ন করে।

৩. তারা রাতে সিজদা করে।
অর্থাৎ তারা গোপনে সালাত আদায় করে। তবে তাদের সালাতের অনুষ্ঠান (এবং অন্য আমলের অনুষ্ঠান) সাধারণ মুসলিমদের সালাতের অনুষ্ঠানের মতো নয়। কারণ, তারা যদি ঘরের মধ্যেও সাধারণ মুসলিমদের মতো রুকু ও সিজদার মাধ্যমে সালাত আদায় করে তবে কেউ জানালা দিয়ে দেখে বুঝে ফেলবে যে, সে ব্যক্তি মুসলিম হয়েছে। ফলে তার ওপর নানা ধরনের কঠিন অত্যাচার শুরু হয়ে যাবে।

৪. তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে।
আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকা বিষয়টির প্রধান দুটি দিক হলো– আল্লাহ তথা সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন এবং আল্লাহর সত্তার সাথে কোনো শরীক নেই (বাবা, মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি নেই) তথ্য দুটি বিশ্বাস করা।

৫. তারা জানা কাজের আদেশ ও অস্বীকার করা কাজ নিষেধ করে।
অর্থাৎ তারা জানা কাজ পালন করে ও অস্বীকার করা কাজ থেকে দূরে থাকে। মানুষের জানা কাজ হলো সে কাজ, যা মানুষের মন জন্মগতভাবে বৈধ বলে বুঝতে পারে এবং অস্বীকার করা কাজ হলো সে কাজ, যা মানুষের মন জন্মগতভাবে নিষিদ্ধ বলে বুঝতে পারে। আর মানুষ তা বুঝতে পারে তাদের মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে। জানা কাজগুলো হলো– মানবাধিকার, ন্যায় বা খিদমাতে খালক ধরনের কাজ। আর অস্বীকার করা কাজগুলো হলো– মানবাধিকার, ন্যায় বা খিদমাতে খালক বিরোধী কাজ।

৬. তারা মানবকল্যাণকর কাজে ব্যস্ত থাকে।
মানবজীবনের সরাসরি কল্যাণমূলক কাজ হলো– মানবাধিকার, ন্যায় বা খিদমাতে খালক ধরনের কাজ।

৭. তারা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।
অর্থাৎ মানবাধিকার, ন্যায় বা খিদমাতে খালক ধরনের কাজ হলো– সৎকাজ (আমলে সলিহ)।

৮. তাদের করা কল্যাণকর কোনো কাজ অস্বীকার করা হবে না।
অর্থাৎ তাদের করা সকল মানবাধিকার, ন্যায় বা খিদমাতে খালক ধরনের কাজের পুরস্কার আল্লাহ আখিরাতে দেবেন। আর আখিরাতে পুরস্কার পাওয়ার অর্থ জান্নাত পাওয়া।

৯. তারা আল্লাহ-সচেতন (মুত্তাকী) ব্যক্তি।
অর্থাৎ তারা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সচেতন হওয়া ও সে অনুযায়ী আমল করা ব্যক্তি।

আয়াত তিনটি থেকে জানা যায়– আহলি কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিষ্টানসহ আল্লাহর কিতাবধারী সকল সম্প্রদায়ে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে।

তথ্য-৫

وَاِنَّ مِنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ لَمَنۡ يُّؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ وَمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡهِمۡ خٰشِعِيۡنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشۡتَرُوۡنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ.

আর নিশ্চয় আহলি কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা অবশ্যই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তোমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) তার প্রতি, তাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান। তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না। এসব লোকদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে পুরস্কার। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে আহলি কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিষ্টানসহ আল্লাহর গ্রন্থধারী সকল সম্প্রদায়ে উপস্থিত থাকা একটি দল সম্পর্কে নিম্নের কথাগুলো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

১. তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে।
আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকা বিষয়টির প্রধান দুটি দিক হলো– আল্লাহ তথা সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন এবং আল্লাহর সত্তার সাথে কোনো শরীক নেই (বাবা, মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি নেই) তথ্য দুটি বিশ্বাস করা।

২. কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে।
অর্থাৎ তারা কুরআনের জ্ঞান রাখে এবং কুরআনকে আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থের শেষ সংস্করণ হিসেবে বিশ্বাস করে।

৩. তাদের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে।
অর্থাৎ তারা তাদের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবের সঠিক জ্ঞান রাখে এবং তা বিশ্বাস করে। তাদের কিতাবে শেষ কিতাব কুরআন ও শেষ নবী মুহাম্মাদ স. আসার ঘোষণা আছে।

৪. তারা আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান।
অর্থাৎ তারা আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ আল কুরআন নিষ্ঠার সাথে মেনে চলে।

৫. তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না।
অর্থাৎ তারা ছোটো ওজরে (বাধ্য-বাধকতা) কুরআনের ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে অমান্য করে না। আর সমান গুরুত্বের ওজর তথা জীবন রক্ষা করা ধরনের ওজরে আল্লাহর আদেশ অমান্য করলে গুনাহ হবে না বলে কুরআন পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে।

৬. এসব লোকদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে পুরস্কার।
অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিষ্টানসহ সকল আহলি কিতাব যাদের মধ্যে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো আছে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কার তথা জান্নাত রয়েছে।

আয়াতটি থেকেও জানা যায়– আহলি কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিষ্টানসহ আল্লাহর কিতাবধারী সকল সম্প্রদায়ে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে।

তথ্য-৬

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا. هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

তিনি মক্কার উপকণ্ঠে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন। পরবর্তীতে তাদের ওপর তোমাদেরকে

বিজয়ী করার জন্য। আর তোমাদের কৃতকর্ম আল্লাহ পুরোপুরি দেখেন। তারাই কুফরী করেছে এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদের মসজিদুল হারাম থেকে হতে ও বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে। আর (তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হতো) যদি না (সেখানে) থাকতো এমন কতক মু'মিন নর ও নারী যাদের তোমরা জানতে না, তোমরা তাদেরকে পদদলিত করতে ফলে তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত (গুনাহগার) হতে। (যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়নি এ কারণে) যেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাতে পারেন। যদি তারা পৃথক হতো তাহলে আমরা তাদের মধ্যকার কাফিরদের অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।

(সুরা আল ফাতহ/৪৮ : ২৪, ২৫)

ব্যাখ্যা : ষষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাসে রসূল স. মক্কায় কাফিরদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদন করে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তনকালে সুরা আল ফাতহ নাযিল হয়। ঘটনাটি হলো– রসূল স. হজ্জ করার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরামদের নিয়ে কুরবানীর পশুসহ হুদায়বিয়া পর্যন্ত পৌঁছান। কিন্তু মক্কার কাফিররা মক্কায় ঢুকতে বাধার সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ না হয়ে সন্ধি হয়। এই সন্ধিই হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ না হয়ে সন্ধি হওয়ার পেছনে থাকা কল্যাণকর কারণসমূহের প্রধান একটি ছিল ইসলাম প্রচারের সুবিধা হওয়া। যার ফলে বেশি বেশি মানুষ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায় এবং চূড়ান্ত ফলস্বরূপ মক্কা বিজয় সহজ হয়। হুদায়বিয়ায় সন্ধির এ দিকটি বহুল প্রচারিত। কিন্তু হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ না হওয়ার পেছনে অন্য যে কারণটি মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন তা তেমন প্রচার পায়নি।

মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন– তখন মক্কার কিছু মু'মিন পুরুষ ও নারী ছিল যাদেরকে সাহাবাগণ চিনতেন না। কারণ, তারা প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয়নি। আবার প্রকাশ্যে এমন আমল করা থেকে বিরত থাকতেন যা দেখে মানুষ বুঝতে পারে তারা ঈমান এনেছে। যুদ্ধ হলে মুসলিমরা অজ্ঞতাবশত ঐ মু'মিনদের হত্যা বা আহত করে বসতো এবং এর ফলে তারা বড়ো গুনাহগার হতো। এই গুনাহ থেকে মুসলিমদের রক্ষা করার জন্যই হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ হতে দেননি বলে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন।

ঐ সময় মক্কায় প্রায় সব মানুষ ছিল মুশরিক। তাই এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে– মুশরিক পরিবার বা সমাজেও গোপন মু'মিন নারী-পুরুষ আছে।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত পাঁচটি তথ্যে থাকা আয়াতগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– অমুসলিম পরিবার বা সমাজে গোপন (মানুষের অজানা) মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে।

তথ্য-৭.১

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদি, খ্রিষ্টান ও সাবিঈন– (এদের মধ্যে) যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি (প্রকৃতভাবে) ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কারণ নেই।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৬২)

তথ্য-৭.২

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّابِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী, সাবিঈন ও খ্রিষ্টান– (এদের মধ্যে) যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি (প্রকৃতভাবে) ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কারণ নেই।

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৬৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির মূল বক্তব্য ও শিক্ষা অভিন্ন। শুধু দ্বিতীয় আয়াতে 'তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে' কথাটি নেই। ভাসাভাসাভাবে পড়লে মনে হতে পারে খ্রিষ্টান, ইহুদি ও সাবেয়ী (অগ্নি বা সূর্য, তারকা উপাসক) সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে তারা পরকালে জান্নাত পাবে। কিন্তু কুরআন ব্যাখ্যার প্রকৃত নীতিমালা অনুযায়ী আয়াত দুটি থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্তে আসার কোনো সুযোগ নেই।

কুরআন ব্যাখ্যার ১ ও ২ নং নীতি হলো–

১. কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী কথা নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

তাই আলোচ্য আয়াত দুটির ব্যাখ্যা অবশ্যই এমন হতে হবে যেন তা পূর্বে উল্লিখিত পাঁচটি তথ্যের আয়াতসমূহের বক্তব্যের পরিপূরক হয়, বিরোধী না হয়।

আয়াত দুটির শানে নুযুল হলো– ইহুদীরা মনে করতো তাদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ সম্পর্ক আছে। তাই বিশ্বাস ও কর্ম যাই হোক না কেন তাদের সম্প্রদায়ের লোক পরকালে জান্নাত পাবে এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোক জান্নাত পাবে না।

আয়াত দুটিতে কিছু ব্যক্তিদের ভয় না পেতে ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে পরকালে জান্নাত পাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। আর ঐ ব্যক্তিদের পরিচয় বলা হয়েছে এভাবে– 'যারা ঈমান এনেছে এবং ইহুদী, খ্রিষ্টান ও সাবেয়ী, (এদের মধ্যে) যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে'।

তাই, আয়াত দুটিতে কিছু শর্তপূরণ সাপেক্ষে চার সম্প্রদায়ের মানুষের জান্নাত লাভের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রদায় চারটি হলো–

১. যারা ঈমান এনেছে।
   অর্থাৎ যারা কুরআন ও শেষ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তথা মুসলিম সম্প্রদায়।
২. ইহুদী সম্প্রদায়।
৩. খ্রিষ্টান সম্প্রদায়।
৪. সাবেঈন সম্প্রদায়।

এরপর আয়াত দুটিতে ঐ মানুষদের জান্নাত পাওয়ার শর্ত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে– 'আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা এবং সৎকাজ করা'। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কথাটির প্রকৃত অর্থ হলো– আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের প্রতি ঈমান আনা। অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের বক্তব্যকে বিশ্বাস করা এবং কাজের মাধ্যমে সে বিশ্বাসের প্রমাণ দেখানো। আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের শেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের ব্যাপারে চিরসত্য বিধান হলো– নতুন সংস্করণ আসলে পূর্ববর্তী সংস্করণ বাতিল হয়ে যায়। অন্যদিকে–

- আল কুরআন মুসলিমদের জন্য পূর্ববর্তী কিতাব ও রসূলগণকে বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক করেছে।
- বর্তমানে এটি নিশ্চিত হয়েছে যে– সকল বড়ো আসমানি গ্রন্থে (তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি) কুরআন ও রসূল মুহাম্মাদ স.-এর আগমনের কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে।

তাই আয়াত দুটি অনুযায়ী মুসলিম, ইহুদী, খ্রিষ্টান ও সাবিঈন সম্প্রদায়ের মানুষের জান্নাত পাওয়ার শর্ত হবে–

১. মুসলিমদেরকে কুরআন, অন্য সকল আসমানি গ্রন্থ, নবী মুহাম্মাদ স. এবং অন্য সকল নবীগণকে বিশ্বাস করতে হবে। তবে দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে জান্নাত পাওয়ার জন্য আসমানি গ্রন্থের শেষ সংস্করণ কুরআন এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ স.-কে অনুসরণ করতে হবে।
২. ইহুদী, খ্রিষ্টান ও সাবিঈন সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে তাদের আসমানি গ্রন্থ, কুরআনসহ ও অন্য সকল আসমানি গ্রন্থ, তাদের নবী এবং মুহাম্মাদ স.-সহ অন্য সকল নবীগণকে বিশ্বাস করতে হবে। তবে দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে জান্নাত পাওয়ার জন্য আসমানি গ্রন্থের শেষ সংস্করণ কুরআন এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ স.-কে অনুসরণ করতে হবে।

তাই, কুরআন তাফসীরের প্রকৃত নীতিমালার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াত দুটি অনুযায়ীও ইহুদি, খ্রিষ্টান, সাবেঈন সম্প্রদায়ের লোকেরাও জান্নাতে যেতে পারবে। তবে তাদেরকে–

১. আয়াত দুটিতে উল্লিখিত শর্তসমূহ পূরণ করে প্রকৃতভাবে ঈমান আনতে হবে।
২. সুরা আলে ইমারানের ১১৩-১১৫ ও ১৯৯ নং আয়াতে উল্লিখিত শর্তগুলো পূরণ করে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা সম্পর্কিত ওপরে উল্লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহের ভিত্তিতে সহজে বোঝা যায়– বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। আর ঐ রায় অনুযায়ী অমুসলিম পরিবারে থাকা মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্যের সারসংক্ষেপ হলো–

১. তারা অন্তরে ঈমান আনে কিন্তু ওজরের কারণে প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে পারে না।

২. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ইসলামের কিছু আমল প্রকাশ্যে করতে পারে না। কিন্তু গোপনে ইসলামের অনেক আমল পালন করে।

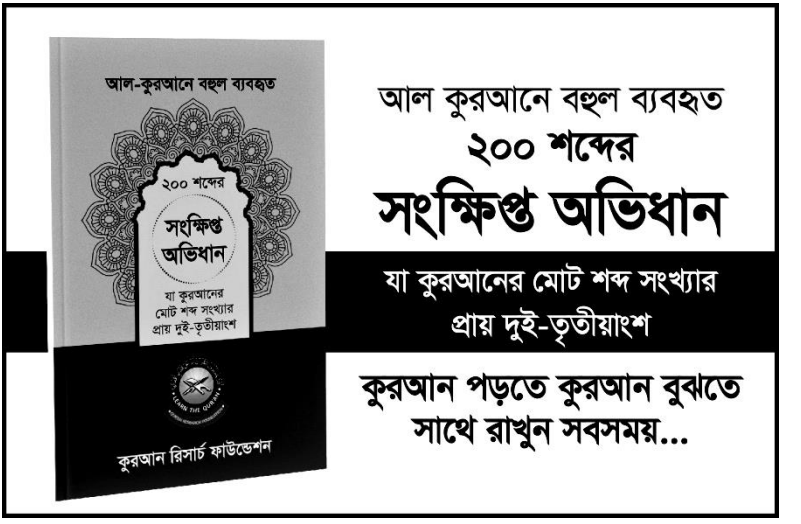

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

যে বিষয় কুরআনে আছে সে বিষয় অবশ্যই হাদীসেও আছে। কারণ, রাসূল স.-এর মূল কাজই ছিল কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করা। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

... ...وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

... ... আর তোমার (রসূল মুহাম্মাদ স.) প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও যেন চিন্তা-গবেষণা করে।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৪)

আর কুরআনের বিপরীত কথা রসূল স.-এর হাদীস হতে পারে না। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

তথ্য-১

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ. لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ. فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

তথ্য-২

قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا .

বলো, আমি নিশ্চিত আল্লাহর (শাস্তি) থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই)। আর আল্লাহ ছাড়া আমি কোনো আশ্রয়ও পাবো না।

(সুরা আল জ্বিন/৭২ : ২২)

চলুন, এখন অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস জানা যাক–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নাজাশী যেই দিন মারা যান সেই দিনই আল্লাহর রসূল স. তাঁর মৃত্যুর খবর দেন এবং জানাযার স্থানে গিয়ে লোকদের কাতারবন্দি করে চার তাকবীর আদায় করলেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১১৮৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِي ... ... عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ. قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ.

ইমাম তিরমিয রহ. ইমরান ইবন হুসাইন রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তিদ্বয় আবূ সালামা ইয়াহইয়া ইবন খালাফ ও হুমাইদ ইবন মাসআদাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– ইমরান ইবন হুসাইন রা. হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে বললেন, তোমাদের ভাই নাজ্জাসী ইন্তিকাল করেছে, সুতরাং তোমরা দাঁড়াও এবং তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করো। (রাবী ইমরান ইবন হুসাইন রা.) বলেন– অতঃপর আমরা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম যেমনভাবে সালাতের কাতারে দাঁড়াই এবং তার ওপর জানাযার সালাত আদায় করলাম যেমনটি অন্য মৃত ব্যক্তির জন্য আদায় করা হয়।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১০৩৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسَائِي ... ... عن أنس قال لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله ﷺ صلوا عليه قالوا يا رسول الله نصلي على عبد حبشي فأنزل الله عز و جل { وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين } الآية

ইমাম আন-নাসাঈ রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আমর ইবন মানসূর রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস ইবন মালিক রা. বলেন, যখন নাজ্জাসীর মৃত্যুর খবর রসূলুল্লাহর স.-এর কাছে আসলো তখন তিনি বললেন, তোমরা তার ওপর জানাযার সালাত আদায় করো। তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল স.! আমরা কি একজন হাবশার নাগরিকের (কাফির) জানাযার সালাত পড়বো? অতঃপর মহান আল্লাহ নাযিল করেন–

وَاِنَّ مِنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ لَمَنۡ يُّؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ وَمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡهِمۡ خٰشِعِيۡنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشۡتَرُوۡنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ.

আর নিশ্চয় আহলি কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা অবশ্যই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তোমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) তার প্রতি, তাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান। তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না। এসব লোকদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে পুরস্কার। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯৯)

- নাসাঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং-১১০৮৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيْ ... ...عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ وَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ.

ইমাম বায়হাকী রহ. জাবির রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আলী ইবন আহমাদ ইবন আব্দান রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে

লিখেছেন– জাবির রা. হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. নাজ্জাসীর জন্য জানাজার সালাত আদায় করলেন। আর আমি ঐ সালাতের ২য় অথবা ৩য় কাতারে দাঁড়িয়েছিলাম।

- বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং- ৭১৫১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيْ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আল-ক্বা'নাবী রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. মানুষদেরকে নিয়ে নাজ্জাসী যেদিন ইন্তিকাল করেন সেদিন সালাত আদায় করলেন। তাদেরকে নিয়ে তিনি কাতারবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন এবং চারটি তাকবীর দিলেন।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩২০৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা

হাদীস ৫টি থেকে জানা যায়– রসূল স. নিজে সাহাবীদের ডেকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর জানাজা পড়েছেন। রসূল স. যে ব্যক্তির জানাজা পড়েছেন তিনি অবশ্যই মু'মিন, মুসলিম ও জান্নাতী ব্যক্তি। নাজ্জাশী আবিসিনিয়ার বাদশাহ ছিলেন এবং খ্রিষ্টান পরিবার ও সমাজে বসবাস করতেন। সাহাবাগণ জানতেন না যে তিনি ঈমান এনে মুসলিম হয়েছেন। এ কারণে রসূল স.-কে তার জানাজা পড়াতে দেখে কোনো কোনো সাহাবী বলেছিলেন, 'রসূল স. আজ একজন কাফিরের জানাজা পড়ালেন'।

হাদীস ৪টি থেকেও তাই স্পষ্টভাবে জানা যায়– অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أحمد... ... ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَمَّا كَانَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُسْرِىَ بِي فِيهَا أَتَتْ عَلَيَّ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا

هَذِهِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ فَقَالَ هَذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ وَأَوْلاَدِهَا. قَالَ قُلْتُ وَمَا شَأْنُهَا قَالَ بَيْنَا هِيَ تَمْشُطُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ سَقَطَتِ الْمِدْرَى مِنْ يَدَيْهَا فَقَالَتْ بِسْمِ اللَّهِ. فَقَالَتْ لَهَا ابْنَةُ فِرْعَوْنَ أَبِي قَالَتْ لاَ وَلَكِنْ رَبِّي وَرَبُّ أَبِيكِ اللَّهُ . قَالَتْ أُخْبِرُهُ بِذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ. فَأَخْبَرَتْهُ فَدَعَاهَا فَقَالَ يَا فُلاَنَةُ وَإِنَّ لَكَ رَبًّا غَيْرِى قَالَتْ نَعَمْ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ. فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُلْقَى هِيَ وَأَوْلاَدُهَا فِيهَا قَالَتْ لَهُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. قَالَ وَمَا حَاجَتُكِ قَالَتْ أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَتَدْفِنَنَا. قَالَ ذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ. قَالَ فَأَمَرَ بِأَوْلاَدِهَا فَأُلْقُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَاحِداً وَاحِداً إِلَى أَنِ انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى صَبِيٍّ لَهَا مُرْضَعٍ وَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ قَالَ يَا أُمَّهْ اقْتَحِمِي فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ فَاقْتَحَمَتْ .

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– মিরাজের রাতে এক স্থান থেকে আমার কাছে এক পবিত্র সুগন্ধ আসছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই সুগন্ধ কীরূপ? জিব্রাইল আ. উত্তরে বললেন, ফিরাউনের কন্যার পরিচারিকা এবং তার সন্তানদের প্রাসাদ থেকে এই সুগন্ধ আসছে। একদা এই পরিচারিকা ফিরাউনের কন্যার চুল আঁচড়াচ্ছিল। ঘটনাক্রমে তার হাত থেকে চিরুনি পড়ে যায়। হঠাৎ তার মুখ দিয়ে 'বিসমিল্লাহ' বেরিয়ে যায়। তখন শাহজাদী তাকে বলে, আল্লাহ তো আমার আব্বা। পরিচারিকাটি তার এ কথায় বললো– না, বরং আল্লাহ তিনিই যিনি আমাকে, আপনাকে এবং স্বয়ং ফিরাউনকে জীবিকা দান করে থাকেন। শাহজাদী বললো, তাহলে তুমি কি আমার পিতাকে ছাড়া অন্য কাউকেও তোমার প্রতিপালক স্বীকার করে থাকো? জবাবে সে বললো– হ্যাঁ। আমার, আপনার এবং আপনার পিতার, সবারই প্রতিপালক হচ্ছেন মহান আল্লাহই। শাহজাদী এ সংবাদ তার পিতা ফিরাউনের কাছে পৌঁছিয়ে দিলো। এতে ফিরাউন ভীষণ রেগে গেল এবং তৎক্ষণাৎ তার দরবারে তাকে ডেকে পাঠালো। সে তার কাছে হাজির হলো। তাকে সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও তোমার রব স্বীকার করে থাকো? উত্তরে সে বললো– হ্যাঁ, আমার এবং আপনার রব মহান আল্লাহই। তখন ফিরাউন নির্দেশ দিলো– তামার কড়াইকে গরম করো

এবং তা যখন আগুনের রং ধারণ করবে তখন একে একে তার মেয়েদেরকে তাতে নিক্ষেপ করবে। পরিচারিকাটি বাদশাহর কাছে তখন একটি আবেদন জানিয়ে বললো– আমার এবং আমার এই সন্তানদের অস্থিগুলো একই জায়গায় নিক্ষেপ করবেন। বাদশাহ তাকে বললো– ঠিক আছে, তোমার এই আবেদন মঞ্জুর করা হলো। কারণ, আমার দায়িত্বে তোমার অনেকগুলো হক বা প্রাপ্য বাকী রয়ে গেছে। যখন তার সব সন্তানকে তাতে নিক্ষেপ করা হলো এবং সবাই ভস্মে পরিণত হলো তখন তার সর্বকনিষ্ঠ শিশুটির পালা আসলো। এই শিশুটি তার মায়ের স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধপান করছিল। ফিরাউনের সিপাহীরা শিশুটিকে যখন তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিল তখন ঐ সতী সাধ্বী নারীর চোখের সামনে শিশুটির জবান খুলে গেলো এবং বললো– আম্মাজান! দুঃখ করবেন না, নিশ্চয় আপনি সত্যের ওপর আছেন। শিশুর এ কথা শুনে মায়ের মনে সবর এসে গেল। অতঃপর ঐ শিশুটিকে তাতে নিক্ষেপ করে দিলো এবং সবশেষে তার মাকেও তাতে ফেলে দিলো। এই সুগন্ধ তাদের জান্নাতী প্রাসাদ থেকেই আসছে।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ২৮২২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বক্তব্য থেকে সহজে বোঝা যায়– হাদীসটিতে উল্লিখিত ফিরাউন কন্যার পরিচারিকা গোপন মু'মিন ছিলেন।

অমুসলিম পরিবারে থাকা মু'মিন ব্যক্তির জান্নাত পেতে হলে যে সকল শর্ত পূরণ করতে হবে

অমুসলিম পরিবারে থাকা মু'মিন ব্যক্তির জান্নাত পেতে হলে যে সকল শর্ত পূরণ করতে হবে তা মহান আল্লাহ একসাথে জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَاِنَّ مِنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ لَمَنۡ يُّؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ وَمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡهِمۡ خٰشِعِيۡنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشۡتَرُوۡنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ.

আর নিশ্চয় আহলি কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা অবশ্যই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তোমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) তার প্রতি, তাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান। তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না। এসব লোকদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে পুরস্কার। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৯৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে নিশ্চয়তাসহ জানা যায়– অমুসলিম পরিবারে থাকা মু'মিন ব্যক্তিদের জান্নাত পেতে হলে নিম্নের শর্তগুলো পূরণ করতে হবে–

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকতে হবে।
   আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকা বিষয়টির প্রধান দুটি দিক হলো– আল্লাহ তথা সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন এবং আল্লাহর সত্তার সাথে কোনো শরীক নেই (বাবা, মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি নেই) তথ্য দুটি বিশ্বাস করা।
২. কুরআনের প্রতি ঈমান থাকতে হবে।
   অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং কুরআনকে আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থের শেষ সংস্করণ হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে।

৩. তাদের ওপর নাযিল হওয়া কিতাবের প্রতি ঈমান থাকতে হবে। অর্থাৎ তাদের ওপর নাযিল হওয়া কিতাবের জ্ঞানার্জন এবং সেটিকে আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থের পূর্বের সংস্করণ হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে।

৪. আল্লাহর আদেশ পালনে নিষ্ঠাবান হতে হবে।
অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের শেষ সংস্করণ আল কুরআনের আদেশ পালনে নিষ্ঠাবান হতে হবে।

৫. আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করা যাবে না।
অর্থাৎ ছোটো ওজরে কুরআনের ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক, সাধারণ ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে অমান্য করা যাবে না।

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

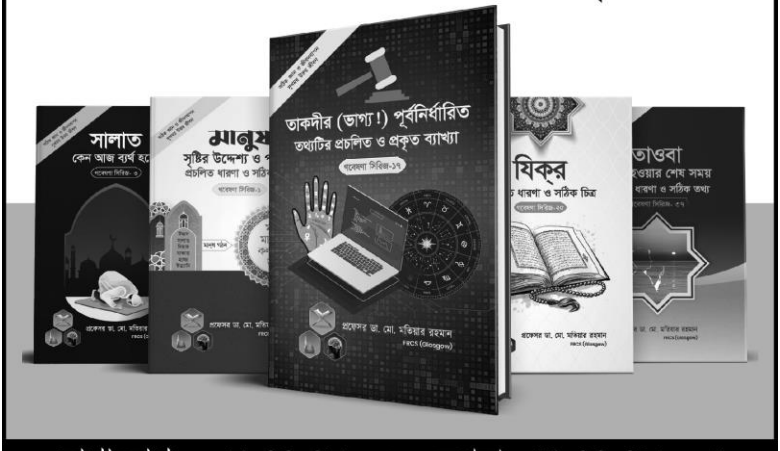

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মুসলিম ও অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড

বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিমের ধারণা অভিন্ন মানদণ্ডে বিচার করে পরকালে সকল মানুষকে পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হবে। এখন আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎসের তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়টি জানার চেষ্টা করা হবে।

আকল/Common sense/বিবেক

ইসলাম সঠিকভাবে পালন করতে হলে প্রথমে ইসলামকে সঠিকভাবে জানতে হবে। ইসলাম জানার একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ কুরআনের ভাষা আরবী। আবার কুরআনকে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার প্রেরিত ব্যক্তির (মুহাম্মাদ স.) ভাষাও আরবী। অন্যদিকে জন্মের স্থান ও পরিবারের কারণে মানবশিশুর ইসলাম শেখা ও পালনের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অনেক তারতম্য হয়। যেমন–

১. মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা শিশু জন্মের পর থেকে তার মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজনসহ সবাইকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় যেমন– সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি পালন করতে দেখে। তাদের উপদেশ, আদেশ, শাসন ইত্যাদি থেকে ইসলামের নানা বিষয় শোনে বা জানতে পারে এবং তা পালন করতে উৎসাহিত বা বাধ্য হয়। ফলে তার পক্ষে ইসলাম জানা, গ্রহণ করা ও মানা সহজ হয় এবং না মানা কঠিন হয়। অর্থাৎ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষেরা ইসলাম জানা, গ্রহণ ও পালন করার ব্যাপারে অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে।

   অপরদিকে অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা শিশু জন্মের পর থেকে তার মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজনকে ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন কাজ যেমন– পূজা করা, গির্জায় যাওয়া, শুকরের গোশতো খাওয়া, মদ খাওয়াসহ ইত্যাদি করতে দেখে। তাদের উপদেশ, আদেশ, শাসন ইত্যাদি থেকে তাদের ধর্মের নানা বিষয় শোনে বা জানতে পারে এবং তা পালন করতে উৎসাহিত বা বাধ্য হয়। বড়ো হয়ে মিডিয়া, বই বা কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেও ইসলাম পালন করতে

গেলে তাকে নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সে বাধার মধ্যে থাকতে পারে তিরস্কার, নির্যাতন, বহিষ্কার, সম্পর্ক ছেদ, সহায়-সম্পত্তি হারানো, হত্যা ইত্যাদি। অর্থাৎ অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষেরা ইসলাম জানা, গ্রহণ ও পালন করার ব্যাপারে অনেক অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকে।

২. আরব দেশে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের মাতৃভাষার কারণে কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বোঝা ও পালন করা অনেক সহজ হয়। পক্ষান্তরে অনারব দেশে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের মাতৃভাষার কারণে কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বোঝা ও পালন করা অনেক কঠিন হয়।

৩. ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত পিতা-মাতার সন্তানদের কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বোঝা ও পালন করা অনেক সহজ হয়। পক্ষান্তরে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত পিতা-মাতার সন্তানদের কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বোঝা ও পালন করা অনেক কঠিন হয়।

৪. ধনী পিতা-মাতার সন্তানদের কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বোঝা ও পালন করা অনেক সহজ হয়। পক্ষান্তরে গরির পিতা-মাতার সন্তানদের কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বোঝা ও পালন করা অনেক কঠিন হয়।

৫. মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া মেধার মধ্যেও পার্থক্য থাকে।

অন্যদিকে–

১. কোনো মানবশিশু নিজ ইচ্ছায় মুসলিম বা অমুসলিম ঘর, আরব বা অনারব দেশ, ইসলামী বা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত পিতা-মাতা অথবা ধনী বা গরিব পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করে না। মহান আল্লাহই তাকে সেখানে পাঠান।

২. মহান আল্লাহ হলেন সবচেয়ে বড়ো ন্যায় বিচারক।

তাই Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মানুষদের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে। অন্যকথায় অমুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মানুষদের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড মুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মানুষদের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড অপেক্ষা সহজ হবে।

♣♣ তাহলে ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (মূলনীতি) অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মানুষদের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে। অন্যকথায় অমুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মানুষদের

পরকালীন বিচারের মানদণ্ড মুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মানুষদের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড অপেক্ষা সহজ হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ ... ...

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন, যেন যাকে যা দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। ... ...

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৬৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন– তিনি মানুষের একজনকে অন্যজনের তুলনায় জন্মগতভাবে কিছু কিছু দিক দিয়ে সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ বলেছেন ঐ সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখেই তিনি পরকালে মানুষের বিচার করবেন তথা পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন।

আয়াতটির ভিত্তিতে তাই সহজে বলা যায়– মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মানুষদের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে। অন্যকথায় অমুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মানুষদের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড মুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মানুষদের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড অপেক্ষা সহজ হবে।

তথ্য-২.১

... ... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً .

... ... আর আমি কাউকে শাস্তি দেই না যতক্ষণ না কোনো বার্তাবাহক (সত্যের দাওয়াত নিয়ে) তার কাছে পৌঁছায়।

(সুরা বনী ইসরাঈল/১৭ : ১৫)

তথ্য-২.২

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ .

আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করিনি যতক্ষণ না কোনো সতর্ককারী তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল।

(সুরা আশ শু'আরা/২৬ : ২০৮)

তথ্য-২.৩

ذٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ.

এটি (দ্বীন জানিয়ে দেয়া) এ জন্য যে, তোমার রব কোনো জনপদকে (তার আদেশ সম্পর্কে) অনবহিত থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মতো একটি জুলুম করেন না। (সুরা আল আন'আম/৬ : ১৩১)

তথ্য-৩

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ.

আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা (কুরআনের) জ্ঞান রাখে না। (সুরা আত তাওবা/৯ : ৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে মুসলিমদের বলা হয়েছে– কোনো মুশরিক (অমুসলিম) ব্যক্তি তাদের কাছে আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দিতে হবে এবং পরে তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে হবে। আয়াতটি থেকে আরো জানা যায়– আশ্রয় দেওয়ার একটি কারণ হলো মুসলিমগণ যখন কুরআন তিলাওয়াত করবে মুশরিক ব্যক্তিটির তা শোনার সুযোগ হবে। আবার এ কাজটির কারণ বলা হয়েছে– তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা কুরআনের জ্ঞান রাখে না।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াতগুলো থেকে জানা যায়– যে ব্যক্তি একটি বিষয় কোনোভাবে জানতে পারেনি তাকে সে বিষয় পালন না করার জন্য অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা শাস্তি দেবেন না। সুতরাং মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মানুষদের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে। অন্যকথায় অমুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মানুষদের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড মুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মানুষদের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড অপেক্ষা সহজ হবে।

♣♣ তাহলে ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (মূলনীতি) অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মানুষদের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে। অন্যকথায় অমুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মানুষদের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড মুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া মানুষদের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড অপেক্ষা সহজ হবে।

ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারা অমুসলিমদের পরকালীন বিচারের জবাবদিহিতা

তথ্যপ্রযুক্তি যত উন্নত হবে ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারা অমুসলিমের সংখ্যা তত কমতে থাকবে। অতীতে এ ধরনের অমুসলিম অনেক ছিল। বর্তমানে অল্প হলেও আছে। আর কখনো এদের সংখ্যা শুন্য হবে না। কিন্তু ইসলামী জীবনবিধান অনুযায়ী–

- পৃথিবীর সকল মানুষকে পরকালীন বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।
- সে বিচারে সকলকে দুনিয়ার জীবনে পালন করা কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।
- পরকালীন বিচার হবে সর্বোত্তম ন্যায়বিচার।

যে বিষয়টি একজন ব্যক্তি কোনোভাবে জানতে পারেনি সেটি পালন না করা নিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া যৌক্তিক নয়। এটি যে মহান আল্লাহরও নীতি বিরোধী তা কুরআনের তথ্য থেকে ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি। তাই, মহান আল্লাহ ইসলামী জ্ঞানের একটি উৎস সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। উৎসটি সকল মানুষের কাছে সব সময় থাকে। সেই উৎসটি হলো আকল/ Common sense/বিবেক। পৃথিবীর যে সকল মানুষ ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি শেষ বিচারের দিন তাদেরকে উৎসটির জ্ঞান বা রায়ের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করা হয়েছে কি না তা নিয়ে জবাবদিহিতা করতে হবে।

Common sense-এর জ্ঞানের বিষয়গুলো মহান আল্লাহ প্রথমে রূহের জগতে অঙ্গীকার ও ক্লাস নিয়ে সকল মানবরূহকে শিখিয়েছেন (সুরা আল আ'রাফ, আয়াত নং ১৭২ ও ১৭৩ এবং সুরা আল বাকারা, আয়াত নং ৩১)। অতঃপর বিষয়গুলো সকল মানবভ্রূণের ব্রেইনে 'ইলহাম নামক এক অতিপ্রাকৃতিক পদ্ধতিতে দিয়ে দিয়েছেন (সুরা আশ শামস, আয়াত নং ৭-১০)। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব' (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক বইটিতে।

Common sense-এ যে জ্ঞানগুলো আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন তা হলো–

১. আল্লাহর সত্তাভিত্তিক একত্ববাদের (তাওহিদ বিয যাত) জ্ঞান।
মূল সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তা একজন এবং তাঁর কোনো পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান নেই।

২. অন্ধ অনুসরণ না করার জ্ঞান।
অর্থাৎ আকল/Common sense/বিবেকের রায়কে অগ্রাহ্য করে অন্যকে অনুসরণ না করার জ্ঞান।

৩. মানবাধিকার, ন্যায়-নীতি বা বান্দার হক ধরনের বিষয়সমূহের জ্ঞান।
কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী– মানুষের জীবনের মানবাধিকার, ন্যায়-নীতি বা বান্দার হক বিভাগের বিষয়সমূহ পালন করা হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং অন্য সকল বিভাগের বিষয় হলো মানবজীবনের পাথেয় তথা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-১) নামক বইটিতে।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

প্রকাশ্য ও গোপন মু'মিনদের নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া ও জান্নাত পাওয়ার নীতিমালা

প্রকাশ্য মু'মিন হলো মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ, ঈমান আনা ও জীবন-যাপন করা ব্যক্তি। আর গোপন মু'মিন হলো অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ, ঈমান আনা ও জীবন-যাপন করা ব্যক্তি। কুরআন, হাদীস ও আকল/Common sense/বিবেক অনুযায়ী এ দুই ধরনের মু'মিনদের নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার নীতিমালা হলো–

১. প্রকাশ্য ও গোপন উভয় ধরনের মু'মিনরা ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া বা প্রায় না থাকা মাত্রার ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে কুফরী বা সাধারণ মানের কবীরা গুনাহ হয়।

২. প্রকাশ্য মু'মিনরা জীবন রক্ষা মাত্রার ওজর, প্রচণ্ড অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হয় না। গোপন মু'মিনরা জীবন রক্ষা থেকে কম মাত্রার ওজর, কিছু পরিমাণের অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হবে না।

৩. প্রকাশ্য মু'মিনদের বড়ো নিষিদ্ধ কাজের গুরুত্বের অর্ধেক গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করার পর মধ্যম মাত্রার গুনাহ হয়। গোপন মু'মিনদের বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করার পর অর্ধেকের চেয়ে কম মাত্রা বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করার পর মধ্যম মাত্রার গুনাহ হবে।

৪. শেষ বিচারের দিন আমলনামায় বড়ো গুনাহ থাকলে প্রকাশ্য বা গোপন কোনো মু'মিন জান্নাত পাবে না। অর্থাৎ তাদেরকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'গুনাহর সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ-২২) নামক বইটিতে।

অমুসলিমদের জান্নাত পেতে হলে জীবনের যে সময়ে ঈমান আনতে হবে

আল কুরআন

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

আল্লাহর কাছে তাওবা শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার না করায় গুনাহ করে এবং অনতিবিলম্বে তাওবা করে, এরাই তারা যাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। আর তাওবা তাদের জন্য নয় (তাদের তাওবা কবুল হবে না) যারা গুনাহের কাজ করে যেতে থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু উপস্থিত হয়, (তখন) বলে– আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (জাহান্নামের শাস্তি) প্রস্তুত রেখেছি।

(সুরা আন নিসা/৪ : ১৭, ১৮)

ব্যাখ্যা : প্রথম আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা কোনো কারণে গুনাহ করার পর অনতিবিলম্বে তওবা করে আল্লাহ তাদের সকল গুনাহ মাফ করে দেন। আর দ্বিতীয় আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে যে, দুই ধরনের মানুষের তাওবা আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করবেন না। তারা হচ্ছে–

১. যে সকল মু'মিন গুনাহ করে যেতে থাকে এবং মৃত্যু উপস্থিত হলে তাওবা করে।
২. যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

আয়াত দুটি থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– কাফির (অমুসলিম) ব্যক্তি যদি মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময়ের আগে ঈমান আনে তবে তার আগের সকল গুনাহ

মাফ হয়ে যায়। এরপর বড়ো গুনাহ না করে মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাত পাবে। আর Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় আগে বলতে বোঝাবে সে সময়– যখন ব্যক্তির জ্ঞান ও শক্তি এমন পরিমাণ আছে যে, ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে সে গুনাহর কাজ করতে পারে।

আল হাদীস

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ .... عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা.-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সুনানুত তিরমিযী' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ ইবন উমার রা. বর্ণিত, রসূল স. বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করেন 'গরগরা' আসার পূর্ব পর্যন্ত।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৮৮০।
- হাদীসটির সনদ (হাসান) এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো মৃত্যুর আগে মানুষের জ্ঞান যখন অর্ধেক বা পুরো লোপ পায় (Semi coma or Coma) তখন গলায় লালা জমে যায়। তাই নিঃশ্বাস আসা যাওয়ার সময় গলায় গরগরা শব্দ হয়। গলায় এ শব্দ আসার পর মানুষ অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে। এমনকি গলায় গরগরা শব্দের পর মেশিনের সাহায্যে মানুষকে কয়েক বছর বাঁচিয়ে রাখাও যেতে পারে। কিন্তু গলায় গরগরা শব্দ আসার পর, ভালো বা খারাপ কোনো কাজ করার মতো জ্ঞান, বুদ্ধি বা শক্তি মানুষের থাকে না।

তাই হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় হলো মৃত্যুর আগে গলায় গরগরা শব্দ আসার আগ পর্যন্ত। অর্থাৎ মৃত্যু আসা বা ঘটার এমন সময় আগে যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমাণ আছে যে, চাইলে সে সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

কুরআন ও বর্তমান মুসলিমদের নিয়ে এক ব্যক্তির লেখা কবিতা ও তার পর্যালোচনা

কবিতাটি হলো নিম্নরূপ–

আমাল কি কিতাব থি
দুয়া কি কিতাব বানা দিয়া
It was a Book of Command for action
You turned it into a book of prayer
মানার কিতাব ছিল
তোমরা তাকে দোয়ার বই বানিয়েছ

শামঝনে কি কিতাব থি
পার্হনে কি কিতাব বানা দিয়া
It was a Book for understanding
You read it without understanding
বুঝার কিতাব ছিল
তোমরা তাকে পড়ার বই বানিয়েছ

জিন্দাওন কা দাস্তুর থা
মুর্দান কা মানশোর বানা দিয়া
It was a code for the living
You turned it into a manifesto of the dead
জীবিত মানুষের জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ছিল
তোমরা তাকে মৃত মানুষের লিখিত ঘোষণা বানিয়েছ

জো ইলম কি কিতাব থি
ঊসে লা-ইলম কে হাথ থামা দিয়া
It was a Book of knowledge
You abdicated it to the ignoramus
যা জ্ঞানের কিতাব ছিল
তোমরা তাকে অজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দিয়েছ

তাসখীর-ই-কায়েনাত কা দার্স দেনে আয়ি থি
শির্ফ মাদ্রাসা ওকা নিসাব বানা দিয়া
It came to give knowledge of Creation
You abandoned it to the madrasa
যা সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দিতে এসেছিল
তোমরা তাকে মাদ্রাসায় রেখে দিয়েছ

মুর্দা কাউমন কা জিন্দা কার্নে আয়ি থি
মুর্দান কা বাখশাওনে পার লাগা দিয়া
It came to give life to dead nations
You used it for seeking mercy for the dead
যা মৃত জাতিকে জীবন দিতে এসেছিল
তোমরা তাকে মৃতদের অপরাধ মাফ করিয়ে নেওয়ার বিষয় বানিয়েছ

আয়ে মুসাল্মান ইয়ে তুমনে কিয়া কিয়া?
O' Muslims! What have you done?
হে মুসলিম জাতি! এটি তোমরা কি করেছ?

যদি প্রশ্ন করা হয়– এ কবিতাটির লেখক মু'মিন না কাফির? আমার মনে হয় সকল মুসলিম উত্তর দেবেন– মু'মিন। কিন্তু কবিতাটির লেখক হলেন– ভারতের নবম রাষ্ট্রপতি ড. পণ্ডিত শংকর দয়াল শর্মা। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ড. পণ্ডিত শংকর দয়াল শর্মা মু'মিন ও জান্নাতী, না কাফির ও জাহান্নামী ব্যক্তি হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে– ড. পণ্ডিত শংকর দয়াল শর্মা মু'মিন ও জান্নাতী। কারণ, মনের খবর শুধু আল্লাহ তা'য়ালাই জানেন। তবে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যাবে যে, অমুসলিম পরিবার ও সমাজে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে।

অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্যটি প্রচার করার দুনিয়াবী কল্যাণ

আল কুরআনের সকল আদেশ-নিষেধ, বক্তব্য ও তথ্য মানুষের দুনিয়ায় কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির জন্য। অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্যটিও এ গুণের অধিকারী। এ তথ্য প্রচার করলে দুনিয়ায় নিম্নোক্ত কল্যাণগুলো হবে–

১. তথ্যটি জানা থাকলে অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের ঘৃণাভাব কমে যাবে। কারণ, মুসলিম ব্যক্তি সবসময় ভাববে অমুসলিম ব্যক্তিটি গোপন মু'মিন হতে পারে।

২. অনেক অমুসলিম গোপনে ঈমান আনবে ও বিভিন্নভাবে ইসলাম বা মুসলিমদের সহায়তা করবে। ফলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।

৩. সমাজের মধ্যকার বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী লোকদের আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি অনেক বেড়ে যাবে।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া **মৌলিক শতবার্তা**

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা বিষয়ক প্রকৃত তথ্যটি জানার পর প্রচার না করার পরকালীন পরিণতি

আল কুরআন

তথ্য-১

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে), তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, জানার পর যারা কুরআনের কোনো তথ্য ছোটোখাটো ওজরের কারণে অন্যকে জানাবে না, পরকালে তার ছোটো গুনাহও মাফ করা হবে না এবং তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে তথা জাহান্নামে যেতে হবে।

তথ্য-২

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

নিশ্চয় আমরা মানুষের জন্য যে সকল স্পষ্টভাবে প্রমাণিত বিষয়াদি ও পথনির্দেশনা অবতীর্ণ করেছি, কিতাবে (কুরআনে) তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরও যারা তা গোপন করে, তাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে। তবে যারা

তাওবা করে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেয় আর (যা গোপন করেছিল তা) সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, আমি তাদের তাওবা কবুল করবো। আর আমি অতীব তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৫৯, ১৬০)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির মাধ্যমেও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– জানার পরে যারা কুরআনের কোনো তথ্য গোপন করে তাদের ওপর আল্লাহ তা'য়ালা নিজে এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরা অভিশাপ দেন। তবে যারা তাওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয় এবং যা গোপন করেছিল তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবে, তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন।

♣♣ এ সকল আয়াতের আলোকে সহজেই বলা যায়, অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্য ধারণকারী কুরআনের আয়াতসমূহের বক্তব্য জানার পর, বড়ো ওজর ছাড়া যারা তা অন্যকে জানাবে না, মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় আগে তাওবা এবং তথ্যটি প্রচার না করে গেলে তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্য ধারণকারী আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগে প্রযোজ্য হবে কি না

কেউ কেউ বলে থাকেন বা বলতে পারেন– যে সকল আয়াতে বলা হয়েছে অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে, সে সকল আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগে প্রযোজ্য হবে না। ঐ সকল আয়াতের শিক্ষা শুধু ইসলাম আসার আগের সময়কালের মানুষদের জন্য প্রযোজ্য হবে। তাই চলুন এ বিষয়টি এখন কুরআন, হাদীস ও আকল/Common sense/বিবেকের তথ্যের ভিত্তিতে জানার চেষ্টা করা যাক।

Common sense

আল কুরআনের অনেক আয়াতে রসূল স. এর সময় বা তার আগের আহলি কিতাব, মুশরিক বা অন্য জাতির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ সকল আয়াত থেকে শিক্ষা না থাকলে তা পড়তে ও লিখতে গিয়ে বর্তমানের মুসলিমদের যে বিপুল সময়, কাগজ, কলম ও কালি ব্যয় হচ্ছে তা অপচয় মাত্র। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, অপচয়কারী শয়তানের ভাই (সুরা বনী ইসরাঈল/১৭ : ২৭)। তাই ঐ সকল আয়াত থেকে বর্তমান যুগের মানুষদের শিক্ষা আছে। কারণ তা না থাকলে আল্লাহ তা'য়ালার ঐ বক্তব্য অসত্য হয়ে যায় (নাউজুবিল্লাহ)।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে এসে বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্য ধারণকারী কুরআনের আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগেও প্রযোজ্য আছে এবং ভবিষ্যৎকালেও প্রযোজ্য থাকবে।

আল কুরআন
তথ্য-১

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ .

নিশ্চয় আমরাই যিকর অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর সংরক্ষণকারী।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৯)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে– তিনি কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত হিফাজত করবেন তথা রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে দেবেন না। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগে চালু আছে।

তথ্য-২

... ...لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ .

... ... প্রত্যেকটি (নির্দিষ্ট) মেয়াদের জন্য একটি কিতাব বরাদ্দ।

(সুরা আর রা'দ/১৩ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতাংশের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন– যে সকল কিতাব তিনি নাযিল করেছেন তার প্রতিটি কার্যকর থাকার সময়কাল (মেয়াদ) নির্দিষ্ট করা আছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে দেওয়া মেয়াদের মধ্যে আল্লাহর কোনো কিতাবের আয়াত রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হবে না। আল্লাহর অন্য সকল কিতাবের ব্যাপারে এ আয়াতের বক্তব্য সঠিক হয়েছে। তাই, কুরআনের ব্যাপারে এ আয়াতের বক্তব্য বাস্তবে সঠিক না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কুরআনের মেয়াদ হলো– নাযিল হওয়ার দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কুরআনের আয়াত রহিত, পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত অবশ্যই হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত কখনই হবে না। আর তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগে চালু আছে।

তথ্য-৩

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

আর আমরা তোমার আগে এমন কোনো রসুল বা নবী পাঠাইনি যখন সে আল্লাহর কিতাবের আয়াত পাঠ করেছে কিন্তু শয়তান তাঁর পঠিত আয়াতে নিক্ষেপ করেনি। অতঃপর আল্লাহ শয়তানের সকল নিক্ষেপকে রহিত (মানসুখ) করে নিজের আয়াতসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৫২)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে রসুল স.-কে সামনে রেখে সকল মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে– আগে এমন কোনো রসুল বা নবী পাঠাইনি যখন সে আল্লাহর কিতাবের আয়াত পাঠ করেছে কিন্তু শয়তান তাঁর পঠিত আয়াতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রহিত করা ধরনের কথা জুড়ে দেয়নি। কিন্তু আল্লাহ শয়তানের সকল জুড়ে দেওয়া কথা রহিত (মানসুখ) করে নিজের আয়াতসমূহকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগে চালু আছে।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে এসে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্য ধারণকারী কুরআনের আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগেও প্রযোজ্য আছে এবং ভবিষ্যৎকালেও প্রযোজ্য থাকবে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ... ... ... أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ... ... قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ **فَتَمَارَوْا** فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

ইমাম আহমাদ রহ. আমর ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন, আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম। আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসূলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ

করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তারা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে **হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার (রহিত করা) জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে।** তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমার হৃদয়াঙ্গম হয় (Common sense-দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকে জানা যায়– কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে। তাই, হাদীস অনুযায়ীও অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্য ধারণকারী কুরআনের আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগেও প্রযোজ্য আছে এবং ভবিষ্যৎকালেও প্রযোজ্য থাকবে।

শেষ কথা

পুস্তিকাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লে Common sense ধারণকারী যে কোনো মানুষের পক্ষে এটি বোঝা মোটেই কঠিন হওয়ার কথা নয় যে, অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে। আর এ তথ্য প্রচার পেলে মানবসভ্যতার অপরিসীম কল্যাণ হবে তাও বোঝা সহজ। ভাবতে অবাক লাগে এমন সহজ বোধগম্য, বাস্তব ও কল্যাণকর তথ্যগুলো আমরা কীভাবে হারিয়ে ফেললাম বা কেনো মুসলিম সমাজে প্রচার পেল না!

অমুসলিমগণ নিজ ইচ্ছায় অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করেননি। তাদের জন্য ইসলাম জানা, গ্রহণ করা ও মানা কত কঠিন তা সাধারণ জ্ঞানের একজন মানুষেরও বোঝা অত্যন্ত সহজ। তাই আমরা যারা মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করার অপরিসীম সৌভাগ্য অর্জন করেছি তাদের জন্য অমুসলিমদের কাছে কথা, বক্তব্য, লেখা ও কাজের মাধ্যমে ইসলামকে পৌঁছানো অত্যন্ত বড়ো দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে জেনে-বুঝে এ দায়িত্ব পালন করার তাওফিক দান করুন।

আপনাদের দোয়া চেয়ে এবং ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে জানানোর অনুরোধ রেখে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবি-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবি-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোনটি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকর প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ী-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া, ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২, নিচতলা, হাজী মহসিন রোড, টুটপাড়া, খুলনা। ০১৯১৬১৩৮৩৪৩, ০১৯৩২৬৪০০৭৫, ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...